খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ৩১শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

যদি আপনারা নিজেদের মাঝে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা সৃষ্টি করেন, দোয়া এবং যিকরে ইলাহিতে অভ্যস্ত হন, তাহাজ্জুদ এবং দরুদ শরীফ যথারীতি পড়েন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আপনাদেরকেও সত্য স্বপ্ন এবং দিব্য দর্শন থেকে অংশ দান করবেন এবং তাঁর স্বীয় ইলহাম ও বাণীতে সম্মানিত করবেন।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,সম্প্রতি কেউ স্বল্পদৈর্ঘ্য একটি ভিডিও দেখিয়েছে যে, এক আফ্রিকান মৌলভী প্রাপ্ত বয়স্কদের কুরআন পড়াচ্ছিল আর সামান্য ভ্রান্তির কারণে ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাদের শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেয়। এখন যার ভাষা ভিন্ন আর বয়সও যদি সতের-আঠার বা এর বেশি হয় তাহলে এমন মানুষ কীভাবে ক্বারীদের মত সঠিক ভাবে প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে? ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো মানুষ কুরআন পাঠ করার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। এই কারণেই মুসলমানদের অনেকেই কুরআন করীম পাঠ করতে জানে না। আমি বিশেষ করে অনারবদের কথা বলছি। সুতরাং যদি কুরআন পড়াতে হয় তাহলে এমন ভাবে পড়ানো উচিত যার ফলে কুরআনের প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি এক জাপানী ভদ্র মহিলা সাক্ষাতের জন্য আসেন যিনি এখানে বসবাস করেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে বয়আত করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিন বছরের প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি কুরআন করীম পড়া শেষ করেছেন আর কিছু শোনানোর আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আমি বললাম, ঠিক আছে শোনান। তিনি আয়াতুল কুরসী হৃদয়ের এত গভীর থেকে পাঠ করেন যে, আশ্চর্য হতে হয়। তাই আসল বিষয় হল, কুরআনের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকা চাই যে, এতে অবগাহন করে তা পড়া উচিত। শুধু প্রদর্শন বা দেখানোর জন্য ক্বারীদের ন্যায় গলা থেকে ধ্বনি বা আওয়াজ নির্গমন বা নির্গত করাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লা তারতিলের সহিত বা ধীরে ধীরে তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। যতটা সঠিক উচ্চারণ করা যায় সেই সঠিক উচ্চারণের সাথে পড়া উচিত। যদি আমরা বলি যে, আমরা আরবদের মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারি তাহলে এটি একটি কঠিন বা বড় দাবী হবে। অনারবরা কোন কোন অক্ষরের উচ্চারণ সঠিক ভাবে করতেই পারবে না। হ্যাঁ! অবশ্য সে যদি আরবদের মাঝে বসবাস করে বা বড় হয় তাহলে ভিন্ন কথা। জাপানী জাতি কিছু অক্ষর সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন এই ভদ্র মহিলা যিনি এসেছেন তার উচ্চারণে 'হে' এবং 'খে'-এর পার্থক্য ছিল না বা 'খে' এমন ভাবে উচ্চারণ করছিলেন যাতে স্পষ্টভাবে 'হে'-ই সামনে আসছিল। কিন্তু একজন জাপানী মহিলার কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনে আমার মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে যে, সব জাপানী না হলেও অনেক জাপানী এ ভদ্র মহিলার মত হবে, যাদের জন্য অনেক অক্ষর উচ্চারণ করা কঠিন। যাহোক, আসল বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র বাণীর প্রতি ভালোবাসা। যথাসাধ্য সঠিক ভাবে তা উচ্চারণের চেষ্টা করা উচিত। ক্বারী হওয়া যেন উদ্দেশ্য না হয় আর লোক দেখানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ যেন উদ্দেশ্য না হয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর হযরত বেলাল (রা.)-এর 'আশহাদু'-এর পরিবর্তে 'আস্হাদু' বলার উপর যে স্নেহ দৃষ্টি ছিল তার কোন ক্বারী বা কোন আরব মোকাবেলা করতে পারবে না।

মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী যেভাবে আমি বলেছি কুরআন পড়তে জানে না। আফ্রিকায় আমাদের মুবাল্লিগরা এমন অনেক উপলক্ষ্যেরসম্মুখীন হন যেখানে তাদেরকে নতুন ভাবে কুরআন পড়াতে হয় বা শুরু থেকে তাদেরকে কায়দা পড়াতে হয়। এদেরকেও কুরআন পড়াতে হবে। তাই কুরআনের শিক্ষকদের এমনভাবে কুরআন পড়ানো উচিত যেন কুরআনের প্রতি এক গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌তা'লা সেই পাকিস্তানি ভদ্র মহিলাদেরও প্রতিদান দিন যারা এই জাপানী মহিলাকে শুধুকুরআন পড়ানইনি বরং এমন মনে হয় যেন তারাকুরআনের ভালোবাসাও সৃষ্টি করেছেন।

তো আসল বিষয় ক্বারীর ন্যায় কিরাআত নয়। একথা ভাবা উচিত নয় যে, এভাবে যদি শব্দ উচ্চারণ করতে না পারেন তাহলে কুরআন পড়াই ছেড়ে দেন। কুরআন পড়া আবশ্যক। মানোন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত কিন্তু আমরা কেবল কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনা বা কঠিন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কুরআন পাঠ পরিত্যাগ করা উচিত নয় বরং কুরআনতিলাওয়াতের দিকে প্রত্যেক আহমদীর প্রতিদিন দৃষ্টি যাওয়া চাই। হ্যাঁ এই চেষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত যেভাবে বলেছি সম্ভাব্য মূলের যত নিকটতম উচ্চারণ সহজভাবে করা যায় তা করা উচিত আর এটিকে ক্রমাগতভাবে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই আরব সাক্ষাৎ করতে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দুই তিন বার দোয়াদ শব্দ ব্যবহার করেন সেই ব্যক্তি বলে যে, আপনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন কেননা আপনি দোয়াদ শব্দও উচ্চারণ করতে জানেন না। সেই আরব বড় বাজে কাজ করেছে এটি। প্রত্যেক দেশের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আরবরা নিজেরাই বলে যে,আমরা নাতেক্বীন বিদ্‌দোয়াদ অর্থাৎ দোয়াদ শুধু আমরাই উচ্চারণ করতে পারি, ভারতীয়রা তা পারবেনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, ভারতীয় মানুষ এটিকে হয়তো দোয়াদ বলে থাকে বা যাদ। কিন্তু এর উচ্চারণ ভিন্ন। যেহেতু আরবরা নিজেরাই বলে যে, আমরা নাতেক্বীন বিদ্‌দোয়াদ আর আমরা ছাড়া অন্য কেউ এটিসঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেনা

অতএব আরব আহমদীদেরও এটি সামনে রাখা উচিত। সচরাচর অধিকাংশ আরব একথা বুঝে কিন্তু কেউ কেউ স্বভাবগত ভাবে অহংকারীও হয়ে থাকে। এক পাকিস্তানি মহিলার এক আরবের সাথে বিয়ে হয়েছে। তিনিও নিজের পক্ষ থেকে গলা থেকে শব্দ উচ্চারণ করে মনে করেন যে, আমি সঠিক উচ্চারণ করেছি অথচ সেই উচ্চারণ সঠিক নয়। যদি এ কথা তার সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে কোন অসুবিধা ছিলনা। আর এখানে আমার বলার প্রয়োজন ছিলনা কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে,সেই মহিলা কোন কোন অধিবেশনে বসে হাসি ঠাট্টার ছলে বলে থাকে যে, পাকিস্তানিরা কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা, কুরআন পড়তে জানেনা, আরবী অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেনা আর আরবরাও বসে তাদেরকে ঠাট্টা করে। আমি মনে করিনা যে, আরবদের সবাই এমন হবে যারা হাসি ঠাট্টা করে বা তিরস্কার করে। হতে পারে যে সমস্ত আরবদের মাঝে তার বিয়ে হয়েছে তারা হয়তো এমনটি করে থাকে। ইসলাম বলে যে, সকল জাতির মন জয় করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণীর সাথে শুধু পরিচিতই করতে হবেনা বরং তা পাঠের জন্য তাদের হৃদয়ে সেই কালাম বা বাণীর প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি করতে হবে। সবার উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন, সকলেই কুরআনের ভালোবাসার কারণে সর্বোত্তম ভাবে তা পাঠের চেষ্টা করে আর করা উচিত। সঠিক এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের ব্যাপারে যত্নবান অবশ্যই হওয়া উচিত। সুতরাং নতুন

মুসলমানদের সঠিক ভাবে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে যারা সাহায্য করতে পারে তাদের তা করা উচিত। কিন্তু হাসি বা তিরস্কারের অনুমতি দেয়া যেতে পারে না।

আমাদের কিভাবে আত্মসংশোধনের পন্থায় নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করা উচিত আর আল্লাহ্‌র সাথে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, যদি আপনারা নিজেদের মাঝে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা সৃষ্টি করেন, দোয়া এবং যিকরে ইলাহিতে অভ্যস্ত হন, তাহাজ্জুদ এবং দরুদ শরীফ যথারীতি পড়েন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আপনাদেরকেও সত্য স্বপ্ন এবং দিব্য দর্শন থেকে অংশ দান করবেন এবংতাঁর স্বীয় ইলহাম ও বাণীতে সম্মানিত করবেন।সত্যিকার অর্থে মানুষের নিজ সত্তায় জীবন্ত নিদর্শন সেটিই হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়। হযরত মূসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক রয়েছে। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তার যতটুকু সম্পর্ক আছে তার জন্য সেই নিদর্শনই মহান হয়ে থাকে যা মানুষ নিজ সত্তায় প্রত্যক্ষ করে। আজকাল মানুষ এই প্রশ্নই করে। যদি নিদর্শন দেখতে হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। ঈমান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত নিদর্শনের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রা.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবকে দেখ!তিনি যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর কিছুকাল কাদিয়ানে অবস্থানের পর কাবুল ফিরে যান তখন সেখানকার গভর্ণর তাকে ডাকে এবং বলে যে, তওবা কর। তিনি বলেন, আমি কিভাবে তওবা করতে পারি? যখন কাদিয়ান থেকে যাত্রা করি তখনই আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমাকে হাতকড়া পড়ানো হয়েছে। সুতরাং খোদা তা'লা যখন নিজেই বলেছেন, এ পথে তোমাকে হাতকড়া পড়তে হবে এখন আমি সেই হাতকড়া কিভাবে খোলানোর চেষ্টা করতে পারি?এই হাতকড়া আমার হাতেই থাকা উচিত, যেন আমার প্রভুর কথা পূর্ণতা লাভ করে। দেখ! এই আস্থা এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এজন্য অর্জন করেছেন যে, তিনি নিজেই একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির জ্ঞান যতই স্বল্প হোকনা কেন যদি সে কোন স্বপ্ন দেখে আর ভীরুতার কারণে যদি সে তা গোপন করে তাহলে ভিন্ন কথা নতুবা নিজের মিথ্যা স্বপ্নের ওপরও এর চেয়ে বেশি তার বিশ্বাস থাকে।

সুতরাং মানুষের ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর আল্লাহ্‌র সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে এই দুনিয়ার লোকদের মানুষ ভয় করেনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, হযরত সুফী আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভী অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। নিজ যুগের পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার জম্মুর মহারাজা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান যে, আপনি জম্মু এসে আমার জন্য দোয়া করুন। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যদি দোয়া করাতে চান তাহলে এখানে আমার কাছে আসুন, আমি কেন আপনার কাছে যাব।

সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে মানুষ যত বড়ই হোকনা কেন তাকে সে ভয় করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বে তাঁর প্রতি মানুষের কেমন ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল আর তাঁর দাবীর পর অবস্থা কিভাবে পালটে গেছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, দেখো!বারাহীনে আহমদীয়ার খ্যাতিকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখতো। কিন্তু যখন তিনি (আ.) দাবী করলেন তখন বড় বড় নিষ্ঠাবান মানুষ তাঁকে ঘৃণা করা

আরম্ভ করে এবং বলে যাকে আমরা সোনা মনে করতাম, আক্ষেপ, তা তো পিতল প্রমাণিত হলো। এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি কুধারণা পোষণ আরম্ভ করে এমনকি তিনি (আ.) যখন বয়আতের কথা ঘোষণা করেন প্রথম দিন কেবল ৪০ জন ব্যক্তি তাঁর হাতে বয়আত করেন।

আজকালও বিভিন্ন নামধারী ইসলামিক টিভি চ্যানেল এই প্রেক্ষাপটে অনেক কথা বলে যে, মির্যা সাহেব তখন খিদমত করেছেন যখন প্রয়োজন ছিল কিন্তু পরে নাকি তিনি বিকৃতির শিকার হন। আসলে এরা এমন মানুষ যাদের হৃদয় অন্ধ। যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বর্ণ বানিয়েছেন তাঁকে এরা পিতল মনে করে। আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক স্বাক্ষ্যের প্রতি না তাকিয়ে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অমানিশায় নিমজ্জিত আর স্বল্প জ্ঞানী মুসলমানদেরকে এরা বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের কাণ্ডজ্ঞান দিন।

একবার ১৯৩১ সনের শুরায় লুধিয়ানার দারুল বাইতের উল্লেখ আসে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রতিনিধিদেরকে সেখানে বলেন যে, আমার মতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অর্থাৎ লুধিয়ানার দারুল বাইত বা যেখানে বয়আত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষ ভাবে এর উল্লেখ করেছেন এবং লুধিয়ানাকে বাবে লুত আখ্যা দিয়েছেন যেখানে দাজ্জাল নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেখানে শত্রুর অবসান হবে, দাজ্জাল ধ্বংস হবে। এমন স্থান যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ান থেকে বয়আত নেয়ার জন্য গিয়েছেন। সেই জায়গা সম্পর্কে জামাতের বিশেষ সচেতনতা থাকা চাই। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) যখন তাঁর (আ.) কাছে বয়আত নেয়ার অনুরোধ করেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখানে বয়আত নেয়া হবে না অর্থাৎ কাদিয়ানে বয়আত নেয়া হবে না।পরবর্তীতে তিনি (আ.) লুধিয়ানায় বয়আত নেন। সেখানকার পীর আহমদ জান মরহুম, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) দাবীর পূর্বেই তাঁর ওপর ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। তিনি তার মৃত্যুর সময় পুরো পরিবারকে একত্রিত বা সমবেত করেন এবং বলেন যে, হযরত মির্যা সাহেব মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবী করবেন আর এতে তোমরা সবাই ঈমান এনো। যার ফলে এই পুরো পরিবার বয়আত করে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব তার সন্তান। খলীফা আউয়াল (রা.)-এর স্ত্রী তার মেয়ে বা কন্যা। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ইচ্ছা হলো এই জায়গার বেশির ভাগ প্ল্যান করা উচিত আর বয়আতের জায়গায় একটা পৃথক স্থান নির্বাচন করে চিহ্নিত করা উচিত। আর সেখানে এ উপলক্ষ্যে জলসা করা উচিত। এখান থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ৪০ ব্যক্তির বয়আত নিয়েছিলেন। তাদের সবার নাম সেখানে লিপিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ফযলে লুধিয়ানার এ ঘরটি এখন জামাতের কাছে আছে। জামাত কতটা এর ওপর আমল করেছে, কি হয়েছে এখন আমার কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য নেই। যাহোক পরে জানা যাবে। সেই জায়গাকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রূপ দেয়ার বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রেম এবং ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানোয়ারী (রা.) এমন গভীর ভালোবাসা রাখতেন। একবার তিনি কাদিয়ান আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছিলেন। মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানোয়ারী সাহেবের ছুটি যখন শেষ হয়ে যায় এবং তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি চান তখন হুযূর বলেন আরও অপেক্ষা কর। তিনি ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেন

কিন্তু তার বিভাগের পক্ষ থেকে উত্তর আসে আর ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এর উল্লেখ করেন। তিনি (আ.) বলেন, আরও অপেক্ষা কর। তিনি লিখে পাঠিয়ে দেন যে, আমি আসতে পারবো না। তখন তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাকে বরখাস্ত করে। চার বা ছয় মাস বা যতদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সেখানে থাকার অনুমতি দেন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তার বিভাগ এই প্রশ্নের অবতারণা করে যে, যেই কর্মকর্তা তাকে বরখাস্ত করেছে সেই কর্মকর্তার তাকে বরখাস্ত করার অধিকারই ছিল না। তিনি নিজের জায়গায় পুনরায় বহাল হন আর বিগত কয়েক মাস যা তিনি কাদিয়ানে অতিবাহিত করেছেন এর বেতনও পান।

এরপর তিনি (রা.) আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। কপুরথলার মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব সংক্রান্ত ঘটনা এটি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি মুন্সি সাহেবের নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, আমি যখন সেরেশতাদার হয়ে যাই আর শুনানি বিভাগে কাজ করতাম তখন একবার মোকদ্দমার কাজ ইত্যাদি বন্ধ করে কাদিয়ান চলে আসি। তৃতীয় দিন যাওয়ার অনুমতি চাইলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অপেক্ষা করুন। এরপর তাঁকে অনুরোধ করা ঠিক মনে হলো না, ভাবলাম তিনি (আ.) নিজেই বলবেন। এক মাস কেটে যায়। এদিকে মোকদ্দমার কাগজ পত্র আমার বাসায় তাই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কঠোর পত্র আসতে থাকে। কিন্তু এখানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা হলো, এসব পত্র সম্পর্কে আমি ভাবতামই না। তিনি বলেন, আমি সব ভুলে যাই যে, পত্র আসলে আসুক। হুযূরের সাহচর্যে এমন এক আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতির মাঝে ছিলাম যে, চাকুরি চলে যাওয়ার বা জিজ্ঞাসাবাদের কোন চিন্তাই ছিল না। অবশেষে খুবই কঠিন এক পত্র আসে সেখান থেকে। আমি সেই পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে রেখে দেই। তিনি (আ.) তা পড়ে বলেন, লিখে দাও আমরা আসতে পারবো না। আমি একই বাক্য লিখে পাঠিয়ে দেই। এরপর আরও এক মাস কেটে যায়। একদিন তিনি (আ.) বলেন, কত দিন অতিবাহিত হয়েছে। তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই হিসেব করেন এবং বলেন যে, আপনি চলে যান। আমি কপুরথলা পৌঁছে মেজিস্ট্রেট লালা হারচান্দ দাসের বাসায় যাই, সেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই তিনি চাকুরি করতেন, এটি জানার জন্য যে, কি সিদ্ধান্ত হয়। চাকুরি রাখবেন, নাকি বের করে দিয়েছেন, নাকি জরিমানা করবেন। তার ঘরে যখন গেলাম তখন মেজিস্ট্রেট বলেন, মুন্সি সাহেব! মির্যা সাহেব হয়তো আপনাকে আসতে দেননি। আমি বললাম যে, হ্যাঁ। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন, তাঁর নির্দেশই অগ্রগণ্য অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশই অগ্রগণ্য। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মিঞাঁ আতাউল্লাহ্ সাহেবের রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটিও রয়েছে যে, মুন্সি সাহেব মরহুম বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন, লিখে পাঠিয়ে দাও, আমরা আসতে পারবো না তখন আমি একই বাক্য লিখে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে দেই। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই একটি জামাত ছিল যারা প্রেম ভালোবাসার এমন মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, এখন আমরা পূর্ববর্তী জামাত সমূহের সামনে কোনভাবেই লজ্জিত হতে পারি না। আমাদের জামাতের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে যতই দুর্বলতা থাকুক না কেন, যত উদাসীন্য থাকুক না কেন কিন্তু যদি হযরত মূসা (আ.)-এর সাহাবীরা আমাদের সামনে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরেন তাহলে আমরা তাদের সামনে এই জামাতের আদর্শ তুলে ধরতে পারি। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবীরা যদি কিয়ামত দিবসে নিজেদের মহান কার্যাবলী তুলে ধরেন তাহলে আমরা গর্বের সাথে তাদের সামনে আমাদের এ সমস্ত সাহাবীদের উপস্থাপন করতে পারি। আর রসূল করীম (সা.) যে বলেছেন, আমি বলতে পারি না যে, আমার উম্মত এবং মাহ্দীর উম্মতের মাঝে কি

তফাৎ। তো সত্যিকার অর্থে এমন লোকদের কারণেই তিনি (সা.) এ কথা বলেছেন। এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) এবং উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবাদের ন্যায় সকল প্রকার কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করতেন এবং আল্লাহ্‌র পথে সকল প্রকার সমস্যা এবং বিপদাপদ শিরোধার্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে দেখ! আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যেহেতু স্বয়ং জামাতে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন তাই আমি তাঁর নাম উল্লেখ করিনি নতুবা তার কুরবানীর ঘটনাবলীও আশ্চর্যজনক। তিনি যখন কাদিয়ান আসেন তখন ভেরায় তার প্র্যাকটিস অব্যাহত ছিল। তার চিকিৎসাখানা বড় ব্যাপক পরিসরে কাজ করে চলেছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন যাওয়ার অনুমতি চান তখন তিনি (আ.) বলেন গিয়ে কি হবে এখানেই থাকুন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সাজসরঞ্জাম আনার জন্যও যাননি। বরং অন্য কাউকে পাঠিয়ে ভেরা থেকে তাঁর সাজসরঞ্জাম আনিয়ে নেন। এই সমস্ত কুরবানী এবং ত্যাগই বিভিন্ন জামাতকে আল্লাহ্‌র দরবারে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে থাকে আর এই মর্যাদা লাভের জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। কেবল দার্শনিকের মত ঈমান মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না। সেই ঈমানই মানুষের কাজে লাগে যাতে প্রেম এবং ভালোবাসার বিশেষত্ব থাকে। এক দার্শনিক ভালোবাসার যতই দাবী করুক না কেন একমাত্র যুক্তি তর্ক ছাড়া তার কোন গুরুত্বই নেই বা এর কোন গুরুত্বই নেই কেননা সে অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে সত্যকে দেখেনি বরং শুধু যুক্তির চোখে দেখেছে। কিন্তু যে কেবল যুক্তির চোখে নয় বরং অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী এবং সত্যকে চিনে তাকে কেউ ধোকা দিতে পারে না। কেননা মন মস্তিষ্ক দর্শনের দাসত্ব করে আর হৃদয় প্রেমের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে যুগ ইমামকে চেনা এবং এর ওপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে যেন আমরা সকল যুগে চিনতে পারি। শয়তান যেন কখনও আমাদের প্রতারিত করতে না পারে।

খুতবার শেষে হুযূর বলেন, নামাযের পর এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি আমাদের এক দরবেশ ভাইয়ের জানাযা। তিনি হলেন মৌলভী খুরশিদ আহমদ প্রভাকর সাহেব যিনি চৌধুরী নবাব দ্বীন সাহেবের পুত্র। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকে খিলাফত এবং জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, 31st July 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B